দৈনিক খবর

১০

তারিখ 23 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ৫

প্রাথমিক পাঠ্যবই নিয়ে সঙ্কট

॥ খবর রিপোর্ট ॥

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী শিক্ষা বছরে সময়মত পাঠ্যপুস্তক পাচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তক ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ এখনো শেষ হয়নি।

দেশের ৭টি জেলায় এখনো পর্যন্ত কোন পাঠ্যপুস্তক যেয়ে পৌঁছেনি। অবশ্য অন্যান্য জেলায় কম-বেশী পৌঁছেছে। এই অবস্থায় জেলাগুলোর চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক পৌঁছুতে আরো কমপক্ষে এক মাস সময় লাগবে। আর জেলা থেকে উপজেলা পর্যায়ে যেতে সময় লাগবে আরো ১৫ দিন। এই অবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের আগে বই পৌঁছার সম্ভাবনা নেই।

উল্লেখ্য, ১৯৮৭ শিক্ষা বছরের জন্য ১৬ই ডিসেম্বর '৮৬-এর মধ্যে প্রতি জেলায় জেলায় বই পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা জানুয়ারী '৮৭-এর

৩-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিক পাঠ্যবই নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রথমার্ধের মধ্যে হাতে বই পেয়ে গিয়েছিল। আগামী শিক্ষা বছরের জন্যও চলতি বছরের ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে বই জেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার কথা ছিল। ছাত্রদের হাতে বই পৌঁছার কথা ছিল জানুয়ারী '৮৮-এর প্রথমার্ধের মধ্যে। কিন্তু আগামী শিক্ষা বছরের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক কমপক্ষে এক মাস বিলম্বে পৌঁছবে। এতে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই ছাত্রদের শিক্ষাবর্ষের দেড় মাস অতিবাহিত করতে হবে।

শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সমন্বয় সভায় বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে বলা হয়, এই পর্যন্ত আগামী শিক্ষা বছরের পাঠ্যপুস্তক বিতরণের হার মাত্র শতকরা ৫৭ ভাগ। সভায় পাঠ্যপুস্তক ছাপা এবং বাঁধাইয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়। সভায় শিক্ষা সচিব পাঠ্যপুস্তক দ্রুত বিতরণের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

পাঠ্যপুস্তক যাও ছাপা হয়েছে সেগুলো পরিবহণের ব্যাপারেও জটিলতা দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে। চাহিদা অনুযায়ী বিআরটিসি'র কাছ থেকে ট্রাক পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় সমন্বয় সভায় বিআরটিসি ও সড়ক উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে অচিরেই একটি সভা করে বিআরটিসি'র কাছ থেকে প্রত্যেক দিন কমপক্ষে ২০টি করে ট্রাকের সরবরাহ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও বেসরকারী সংস্থা থেকে ট্রাক সংগ্রহ করা যায় কি-না সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা মহাপরিচালককে পরীক্ষা করে দেখার জন্য বলা হয়।

সভায় জেলা পর্যায়ে বই বিতরণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলা হয় যে, এই পর্যন্ত ৭টি জেলায় কোন বই গিয়ে পৌঁছেনি। এই জেলাগুলো হচ্ছে ঢাকা, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও ভোলা।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আগামী শিক্ষা বর্ষে ৪ কোটি ৬৫ লাখ বই বিতরণের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। প্রস্তুতিমূলক পর্ব থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে এই বই বিতরণ করা হবে। ১৯৮৭ শিক্ষা বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বই বিতরণ করা হয়েছিল ৪ কোটি ৩০ লাখ।

গত রাতে এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা মহাপরিদপ্তরের একজন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্বীকার করেন যে, আগামী শিক্ষা বর্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব স্থানে বই বিতরণ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে তিনি বিতরণ পরিস্থিতিকে হতাশাব্যঞ্জক কিছু নয় বলে বর্ণনা করেন। কর্মকর্তাটি জানান, গত বছর যেখানে দৈনিক ২৫ থেকে ৩০টি করে ট্রাক জেলা পর্যায়ে বই পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত ছিল এবার সেখানে রয়েছে মাত্র ১০ থেকে ১২টি। বিআরটিসি চাহিদা মোতাবেক ট্রাক দিতে পারছে না।

বিআরটিসি'র একটি সূত্র জানিয়েছে যে, ত্রাণ তৎপরতার কাজে সংস্থার কমপক্ষে দেড়শ' ট্রাক নিয়োজিত থাকায় বই বিতরণের জন্য চাহিদা মাফিক ট্রাক দেয়া যাচ্ছে না এ কথা সত্য। এদিকে টেক্সট বুক বোর্ডের একজন কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে, এখনো সব পাঠ্যপুস্তক ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মতে, গত দু'মাসের রাজনৈতিক গোলযোগের কারণেই এই বিলম্ব।